দৈনিক জনকণ্ঠ

61

তারিখ ... ... NOV 1 8 1999
পৃষ্ঠা ... ৭ কলাম ... ২-৭ ...

চতুরঙ্গ

আন্দোলন করুন ।। পরীক্ষা নিয়ে তামাশা করবেন না

নির্মল সেন

বুঝে হোক না বুঝে হোক সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনেক কথার মধ্যে উল্লেখযোগ্য আরও একটি কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আন্দোলনের ব্যাপারে বিএনপি নাকি তাদের নকল করছে। আজকের বিরোধী দল পরীক্ষার সময় হরতাল দিচ্ছে বলে বিরোধী দলের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমরা হরতাল ডাকার আগেই সংশ্লিষ্ট স্কুল-কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে জানিয়ে দিতাম যে, হরতাল ডাকা হতে পারে। জরুরীভিত্তিতে আপনারা পরীক্ষা শেষ করুন। প্রধানমন্ত্রীর এই দুই বক্তব্যই প্রণিধানযোগ্য। তিনি হয়ত খেয়াল করেননি যে, তাঁর প্রথম বক্তব্য তাঁকেই বিব্রত করবে সবচেয়ে বেশি। প্রধানমন্ত্রীর সরকারের অভিযোগ হচ্ছে বর্তমান বিরোধী দল হরতালের নামে জোর জবরদস্তি, বোমাবাজি এবং সন্ত্রাস করছে। দেশকে অর্থনৈতিক সঙ্কটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বর্তমান সরকারের এই অভিযোগ সঠিক হলে এবং বর্তমান বিরোধী দল অতীতের আন্দোলনের নকল করলে নিশ্চয় বলা যায় যে, এই জোরজবরদস্তি, সন্ত্রাস এবং বোমাবাজি বিএনপি'র বিরুদ্ধে আন্দোলনের কালে তিনি এবং তাঁর সেকালের আরও দু'টি সহযোগী দলও করেছে। সুতরাং দেশের স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে তারাও ধোয়া তুলসী পাতা নয়। তবে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ যে, তিনি বিএনপি'র বিরুদ্ধে তাঁর নেতৃত্বে আন্দোলন সম্পর্কে মিথ্যার আশ্রয় নেননি। ১৭৩ দিন হরতাল করে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি করেছিলেন। সেই মহাজনী পন্থাই অবলম্বন করেছে বর্তমান বিরোধী দল। প্রধানমন্ত্রীর ভাষায় যার অপর নাম হচ্ছে তাঁর আন্দোলন নকল করা।

সম্প্রতি লক্ষ্য করছি, আজকের প্রধানমন্ত্রীর দ্বিতীয় বক্তব্যও সুশীল বালকের মতো বর্তমান বিরোধী দল অনুসরণ করছে। বেগম জিয়া দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২৪ নবেম্বরের মধ্যেই পরীক্ষা শেষ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এর পরে লাগাতার হরতাল আসতে পারে। সুতরাং পরীক্ষা আগেই শেষ করতে হবে।

আজকের আমার কথা এখানেই শুরু। বেগম জিয়ার এ মন্তব্যের পর আমার বলতে ইচ্ছা করে, আপনি বা আপনার কাছাকাছি কেউ কি এ দেশের গ্রামবাংলার খবর রাখেন, আপনারা কি কেউ জানেন না যে, ইচ্ছা হলে রাতারাতি পরীক্ষা শেষ করা যায় না? এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর কৃতিত্বের দাবির অন্ধ অনুকরণ করে আপনিও কি একই ভাষায় কথা বলতে শুরু করলেন? আপনি ২৪ তারিখের মধ্যে পরীক্ষা শেষ করতে বললেন। আবার ১৬ তারিখে হরতাল ঘোষণা করলেন, এরপরে কি আপনি দাবি করবেন যে, আপনাদের কথায় ও কাজে আদৌ সঙ্গতি আছে? আমি এ কথা লিখছি ১৫ নবেম্বর। ২৪ তারিখের মধ্যে আর একদিন হরতাল দেয়ায় আপনাকে নিশ্চয় ২৫ তারিখ পর্যন্ত পরীক্ষা নেবার সময় দিতে হবে। অর্থাৎ এই হরতালের জন্যও পরীক্ষা নেয়ার মেয়াদ একদিন বাড়াতে হবে ... কি?

আমি জানতে চাই বিরোধী দল কি জানেন না গ্রাম-গ্রামান্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিভাবে বার্ষিক পরীক্ষা হয়? ইচ্ছা হলেই সেই পরীক্ষাসূচী পাল্টানো যায় না। এ কথা আমি ইতোপূর্বেও লিখেছি। আমি লিখেছি যে, গ্রামবাংলায় ধান কাটার ওপর নির্ভর করে পরীক্ষার সময়সূচী নির্ধারিত হয়। মাঠের ধান ঘরে না উঠলে গ্রামের ছাত্ররা পরীক্ষার ফী বা সারা বছরের বেতন দিতে পারে না। এমনিতে গ্রামবাংলার কৃষকরা নিয়মিত মাসে মাসে সন্তান সন্ততিদের স্কুলের বেতন দিতে পারে না। বছর শেষে ধান উঠলে তাঁদের হাতে কিছু পয়সা আসে। স্কুল কর্তৃপক্ষও কিছু পয়সা পায়। এ ছাড়া গ্রামবাংলার বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকরা সারা বছর স্কুল থেকে তেমন বেতন পান না। মাসে মাসে প্রায় কোন স্কুলেই ছাত্ররা বেতন দিতে পারে না। শিক্ষকদের নির্ভর করতে হয় সরকারী অনুদান এবং বছর শেষের বেতনের জন্য। এই বছর শেষের বেতনেই তাঁরা পান পরীক্ষার সময় এবং এ কারণেই নির্দেশ দিলেই স্কুলের পক্ষে পরীক্ষা নেয়া সম্ভব নয়। এমনিতেই ক'দিন আগে এ পরীক্ষার ব্যাপারে বিভ্রাট ঘটিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তাদের ধারণা ছিল রমজানের আগে উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়, নির্দেশ দিয়েছিল নবেম্বর মাসের মধ্যেই পরীক্ষা শেষ করতে হবে। কিন্তু উপজেলা নির্বাচন হলো না। ফলে প্রতিটি স্কুলে নতুন করে পরীক্ষার সময়সূচী দেয়া হলো। তার পরে হরতাল নিয়ে নামল বিরোধী দল। এবার বলা হলো ২৪ নবেম্বরের মধ্যে পরীক্ষা শেষ করা হোক। আপনারা কি মনে করেন যে, নির্দেশ দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার প্রস্তুতিও শেষ করা যায়। দয়া করে এ কথাগুলো ভারতে চেষ্টা করুন। আপনাদের নির্দেশ কার্যকর করতে হলে অসংখ্য ছাত্র পরীক্ষায় কৃতকার্য হবে না। এ কথা বুঝতে কি খুব বেশি বিদ্যাবুদ্ধি লাগে?

কিন্তু শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর ছাত্রদের দুঃখের এখানেই শেষ নয়। শুধুমাত্র বার্ষিক পরীক্ষা নয়, এর পর আছে এসএসসি পরীক্ষা, লাখ লাখ ছাত্রছাত্রী এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। একটি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে তাদের পরীক্ষা শেষ করতে হবে। ফরম পূরণ করতে হবে। কিন্তু কেউ জানে না হরতালকারীরা কতদূর যাবেন। কবে কবে হরতাল ডাকবেন।

মনে হচ্ছে বিরোধী দলের নেতানেত্রীরা এ ব্যাপারে কোন খবরই রাখেন না। ইতোমধ্যে তাঁরা একের পর এক হরতাল করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলো [illegible] বিপর্যস্ত করেছেন! জাতীয় বিশ্ববিদ্যাল[illegible] [illegible]রীক্ষা শুরু হয়েও হচ্ছে না, সারা দেশে [illegible] [illegible]জার পরীক্ষার্থী অভিভাবক উদ্বেগের [illegible] দেরি হলে পরীক্ষার ফল বের হতে দেরি হবে। অনেকের চাকরির বয়স পার হয়ে যাবে। সে ক্ষতি হবে অপূরণীয়। হরতাল যারা ডাকছেন তারা কি এই প্রশ্নটি ভেবে দেখেছেন?

আমি হরতালের পক্ষের লোক। হরতালের পরিবেশে বড় হয়েছি। এরশাদবিরোধী আন্দোলনের সময় দিনের পর দিন হরতালে অংশগ্রহণ করেছি। জানি সে হরতালেও ছাত্ররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জানি আমি আজ হরতালের বিরুদ্ধে যে বাছা বাছা কথাগুলো লিখছি, এ কথা সেকালেও প্রযোজ্য ছিল। সেকালেও হরতালের জন্য আমরা ব্যক্তিগতভাবে অনেক ছাত্র এবং পরিবারকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছি। কিন্তু তখন চোখের সামনে একটি আদর্শিক লক্ষ্য ছিল। আমরা চেয়েছিলাম স্বাধীনতার চেতনাকে সমুন্নত রাখতে। সামরিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করে এ দেশ স্বাধীন হয়েছে। সুতরাং এ দেশে কেউ পাকিস্তান আমলের মতো ক্ষমতা দখল করলে তা বরদাশত করা হবে না। সে আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল চিরদিনের জন্য বাংলাদেশ থেকে এই জবরদখলের রাজনীতির অবসান। তাই সকলের প্রতি আমাদের আহ্বান ছিল কষ্ট স্বীকার করে হলেও এ সংগ্রামে শরিক হোন। আসুন আমরা স্বাধীন মুক্ত বাতাসের জন্য সকলের দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা ভাগ করে নিই। সে আন্দোলনে আমরা জয় লাভ করেছিলাম। আমাদের অর্জন খুব ক্ষুদ্র হলেও বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র চালু হয়েছিল। কিন্তু আজকের সংগ্রাম কি জন্য?

সে প্রশ্নের জবাব কোন মহলই দিতে পারেনি। বিএনপিবিরোধী আন্দোলনের সময় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে জামায়াত ও জাতীয় পার্টি আজকের ভাষায় কথা বলেছে। আজকে বলা হচ্ছে, এ দেশে সংসদ নির্বাচনের জন্য স্থায়ীভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান করা একটি ঐতিহাসিক ব্যাপার। আমি এরশাদ আমলে এই আন্দোলনের যৌক্তিকতা মেনে নিলেও আজও মনে করি এই ব্যবস্থা রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে চরম অনাস্থার দলিল। আমরা সাধারণ মানুষকে বলছি দেশের সুখ শান্তি এবং উন্নয়নের জন্য আমাদের বিশ্বাস কর। আমাদের ওপর আস্থা স্থাপন কর। আমাদের ভোট দাও। তবে নির্বাচনের সময় আমাদের বিশ্বাস করবে না। কারণ আমরা ভাল লোক নই। আমরা ভোট চুরি করতে পারি। আমরা জোর করে নির্বাচিত হতে পারি। আমরা টাকা দিয়ে ভোট কিনতে পারি। পৃথিবীর কোন দেশে সাংবিধানিকভাবে এ বৈপরীত্য আছে বলে আমি মনে করি না। আমার মতে এরশাদবিরোধী আন্দোলনের সময়, একটি জরুরী সঙ্কট এড়ানোর জন্য একটি অস্থায়ী পদ্ধতি আমরা অবলম্বন করেছিলাম। এই পদ্ধতি স্থায়ী করে আমরা আমি বুঝতে অক্ষম যে, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা এবং উপজেলায় অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যতীত সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা কেন যাবে না?

আমি এ বিতর্কে যাব না। শুধু বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করছি যে, এবার বিরোধী দল সকল নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি জানিয়েছে। সর্বশেষ তারা এক দফা পেশ করেছে। আর এই একটি দফা হচ্ছে অবিলম্বে সংসদ নির্বাচন দিতে হবে। এবং এই আন্দোলনের জন্যই ২৪ নবেম্বরের মধ্যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা শেষ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

বিরোধী দল বলতে পারে, আপনার এই আহ্বান আমি কেন মানব। আওয়ামী লীগের পিছনে দাঁড়িয়ে এ ধরনের আন্দোলনের নামেই জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী ১৭৩ দিন হরতাল করেছিল। এবারও তারাই আবার বিএনপি'র পিছনে দাঁড়িয়ে তাদের সেদিনের মিত্র আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ডজন ডজন দিন হরতাল করছে। আপনারা যে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসিয়েছিলেন, সে আওয়ামী লীগ কি দিতে পারে তা আপনারা দেশবাসীর সাথে হাড়ে হাড়ে অনুভব করছেন। ক্ষমতায় থেকে বিএনপি পাঁচ বছরে কি দিয়েছে তাও আপনাদের কিংবা আমাদের অজানা নেই। বিএনপি নিজেও জানে তাদের পতনের কারণ। এ পরিপ্রেক্ষিতে দেশের একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে আমার জিজ্ঞাস্য আপনারা লাগাতার হরতালের কথা বলছেন কেন? আপনারা আমাদের কি দিতে পারবেন? কেন আপনারা বিঘ্ন সৃষ্টি করছেন স্কুল কলেজের পরীক্ষায়? এ প্রশ্নের জবাব নিশ্চয় আমরা চাইতে পারি।

আর যদি আপনারা মনে করেন পরীক্ষা হোক বা না হোক, আপনাদের হরতাল করতেই হবে। হরতাল ছাড়া আপনাদের উপায় নেই। তাহলে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে পরীক্ষা শেষ করবার আহ্বান জানিয়ে তামাশা করবেন না, আপনাদের এ লোক দেখানো সহানুভূতি আপনাদের [illegible] অজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। নির্দেশ দিয়ে আমাদের গরিব দেশে পরীক্ষা চালু বা শেষ [illegible] দেশটা ঢাকা, রাজশাহী বা চট্টগ্রা[illegible] দেশের সকল ছাত্রছাত্রী গাড়ি[illegible] যায় না। আপনাদের মতো [illegible] নেতাদের সন্তানদের ম[illegible] মানুষের সন্তানসন্ত[illegible] আমার আবেদন [illegible] অতীতের [illegible] আপনারা [illegible] আকা[illegible] এখ[illegible] প্রতি[illegible] তামা[illegible] আস্ফাল[illegible] পরীক্ষা